বিমিশ্রণ/মিশ্রণ: পর্তুগীজ আনানস > আনারস
শব্দের অংশবিশেষের ভাবানুষঙ্গে নতুন শব্দ মনে এলে অংশবিশেষ স্থানে মূল অংশ বাদ দিয়ে মনে আসা অংশ যোগ করে নতুন শব্দ গঠন।

জোড়কলম শব্দ: একটি শব্দ/শব্দাংশ + অন্য শব্দ/শব্দাংশ।
যেমন: ধোঁয়া + কুয়াশা = ধোঁয়াশা

সঙ্কর শব্দ: বিভিন্ন ভাষার উপাদান যোগে নতুন শব্দ গঠন। মাস্টার (ইং) + ঈ (বাংলা প্রত্যয়) = মাস্টারী

লোকনিরুক্তি: অশিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যুৎপত্তি।
আর্ম চেয়ার > আরাম কেদারা

শব্দবিভ্রম: অজ্ঞানতাবশত একটি শব্দের বদলে তার জায়গায় প্রায় সমধ্বনিযুক্ত অন্য একটি শব্দের ব্যবহার। 'আমার একটি নীতি আছে' অর্থে হবে 'আমার একটি প্রিন্সিপল' আছে। কিন্তু লোকে বলে ফেলে 'আমার একটি প্রিন্সিপ্যাল' আছে।

বিষমচ্ছেদ / নিষ্কাশন: শব্দস্থ উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানহীনতা বা সঠিক ব্যুৎপত্তি জ্ঞানের অভাবে শব্দের সঠিক অংশ ছেদন না করে ভুলভাবে বিশ্লেষণ ও ভ্রান্ত অংশ নিয়ে নতুন শব্দ গঠন।
God is now here > God is no where.

ভুয়া শব্দ: শব্দের কল্পিত মূল উপাদান + বিভক্তি/প্রত্যয় = নতুন শব্দ যার মূল উৎস ভাষায় ছিলই না। যেমন: 'প্রোথ' ধাতু (সংস্কৃত এর উৎস পাওয়া যায় না) + ইত = প্রোথিত

পুনর্গঠন/পূর্বস্মরীয় গঠন: কোনো বিদেশী বা নতুন শব্দকে পরিবর্তিত করে নিজের দেশের প্রাচীন ভাষার ছাঁদে নতুন রূপে গড়ে তোলা।
গ্রীক দ্রাখমে > সং দ্রম্য।

সমমুখী ধ্বনিপরিবর্তন: ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে যদি একাধিক শব্দ পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারণ ও বানানে সম্পূর্ণ একই রকম রূপ লাভ করে তাকে বলে সমমুখী ধ্বনিপরিবর্তন
যেমন: সংস্কৃত পততি > বাংলা পড়ে (Falls)
সংস্কৃত পঠতি > বাংলা পড়ে (reads)
পততি, পঠতি ধ্বনিপরিবর্তনে একই রূপ লাভ 'পড়ে'।

বিমুখী ধ্বনি পরিবর্তন: ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে যদি একই শব্দ থেকে একাধিক শব্দের জন্ম হয় তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে বলে বিমুখী ধ্বনিপরিবর্তন।
যেমন: ভণ্ড > ভান ও ভাঁড়
চিত্র > চিতা ও চিত্তির

* দুটি শব্দের একই রূপ = যমক (পড়ে = reads, পড়ে = falls)
* তিনটি " " = ত্রিক (কর = উপাধি/ তুই কর/ ট্যাক্স)
* তিনের বেশী " " = গুচ্ছক (কড়া = কঠিন/পায়ের কড়া/রান্নার কড়া/দরজার রিং)

— ০ —

xv) শকারীভবন: স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন > স, শ, জ
আগাপাছতলা > আগাপাসতলা

xvi) রকারীভবন: 'স' > সঘোষ 'জ' এবং পরে 'র' তে পরিনত হয়।
যেমন: পঞ্চদশ > পন্নডহ > পনর > পনেরো।

xvii) সঙ্কোচন: শ্রমলাঘব বা দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের সব ধ্বনি পূর্ন ও স্পষ্ট উচ্চারণ না করলে শব্দটি সংক্ষিপ্ত উচ্চারন হয়। একে ধ্বনির সঙ্কোচন বলে।
যেমন: যা ইচ্ছে তাই > যাচ্ছেতাই।

xviii) প্রসারণ/বিস্ফোরণ: দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য শব্দের নির্দিষ্ট সংখ্যক ধ্বনিকে বাড়িয়ে উচ্চারণ করা। যেমন পর্তুগীজ পেরা > বাং, পেয়ারা

xix) একীভবন: কোন ধ্বনিম উচ্চারনগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অন্য ধ্বনিমে মিশে গেলে বলা হয় একীভবন। যেমন: সং. 'ণ' বাংলায় 'ন' রূপে উচ্চারিত।

xx) বিভাজন: মূলধ্বনি বা ধ্বনিমের যেসব উপধ্বনি থাকে তারা স্বতন্ত্র ধ্বনিমের মর্যাদা লাভ করে কখনো। ফলে একাধিক নতুন ধ্বনিম হয়ে যায়।
যেমন: ড় বসবে = শব্দের অন্ত্যে বা দুটি স্বরধ্বনির মাঝে।
ড বসবে = অন্যান্য ক্ষেত্রে।
শর্তটি উঠে গেছে এখন। 'ড' শব্দের শেষেও বসছে। যেমন - রড।
ফলে 'ড' 'ড়' এখন আর একই ধ্বনিমের দুটি উপধ্বনি নয়। তারা দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিম।

xxi) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব: কোনো শব্দে জোর দেবার জন্য বিশেষ অক্ষরে শ্বাসাঘাত দিলে তখন স্বরমধ্যস্থ একক ব্যঞ্জন দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়। একে বলে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব।
যেমন: বড় কষ্ট > বড্ড কষ্ট
কোথাও পাবে না > কোত্থাও পাবে না।

৪) ধ্বনির স্থানান্তর:

ক) বিপর্যাস: বাক্স > বাস্ক (পাশাপাশি ধ্বনির স্থান বিনিময়)

খ) দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস/স্পুনারিজম: (বাক্যের অন্তর্গত দূরস্থ ধ্বনির স্থান বিনিময়)
যেমন: Wasted a whole term > tasted a whole worm

গ) অপিনিহিতি: ইহা স্বরধ্বনির স্থানান্তর একটি প্রক্রিয়া।
করিয়া > কইর‍্যা

২৫/৩/২১

৪) ভাষার অন্তরঙ্গ ও অর্থপ্রভাবিত কারনে ধ্বনিপরিবর্তন:

i) সাদৃশ্য: মনে রাখার সুবিধার্থে বা উচ্চারন বৈষম্য হ্রাস করতে কোনো শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাদৃশ্য শব্দের পরিবর্তন করে নেওয়া বা অনুরূপ নতুন শব্দ গঠন
টাকার কুবের > টাকার কুবীর > টাকার কুমীর।

V) বিষমীভবন : সমধ্বনি > বিষমধ্বনি
চন্দননগর > Chandernagore.
পিপীলিকা > কিপিল্লিকা (পালি)
চুঁচুড়া > চিনসুরা

VI) ঘোষীভবন ও অঘোষীভবন : বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় = অঘোষধ্বনি
বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, য্, র্, ল, হ্, ড়, ঢ় এবং সমস্ত স্বরধ্বনি হল ঘোষধ্বনি। অঘোষ > ঘোষ = ঘোষীভবন।
উদা: কাক > কাগ
বড় ঠাকুর > বট ঠাকুর (অঘোষীভবন)

VII) মহাপ্রাণীভবন ও অল্পপ্রাণীভবন :
মহাপ্রাণ = বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ, 'হ'। অল্পপ্রাণ = বর্গের অন্যগুলি।
অল্পপ্রাণ > মহাপ্রাণ = মহাপ্রাণীভবন। উদা: স্তম্ভ > থাম
স্বতোমহাপ্রাণীভবন : পুস্তক > পুথি (মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব ব্যতীত অল্পপ্রাণ > মহাপ্রাণ)
মহাপ্রাণ > অল্পপ্রাণ = অল্পপ্রাণীভবন। উদা: দুধ > দুদ, বাঘ > বাগ

১৪/৩/২

VIII) কণ্ঠনালীয়ভবন :
ফুসফুসচালিত বহির্মুখী বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট স্পর্শধ্বনি যদি রুদ্ধস্বরপথে চালিত অন্তর্মুখী বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট অন্তঃস্ফোটক ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে বলে অবরুদ্ধ ধ্বনি বা কণ্ঠনালীয়ভবন। যেমন : ভাত > ব'াত (পূর্ববঙ্গের উপভাষায়)

IX) নাসিক্যীভবন : বন্ধ > বাঁধ
শব্দমধ্যে নাসিক্যব্যঞ্জন না থাকলেও যদি স্বরধ্বনি আপনা আপনি অনুনাসিক হয় তবে তাকে বলে স্বতোনাসিক্যীভবন। যেমন - পুস্তক > পুথি > পুঁথি

X) বিনাসিক্যীভবন : অনেক সময় নাসিক্যব্যঞ্জন লোপ পেলেও শব্দমধ্যে রেশ রেখে যায় না একে বিনাসিক্যীভবন বলে। যেমন - শৃঙ্খল > শিকল > শেকল।

XI) মূর্ধন্যীভবন : দন্ত্যধ্বনি (ত, থ, দ, ধ) > মূর্ধন্যধ্বনি (ট, ঠ, ড, ক্ষ, র, ষ)
বিকৃত > বিকট.
মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাব ছাড়া দন্ত্যধ্বনি > মূর্ধন্যধ্বনি হলে স্বতোমূর্ধন্যীভবন বলে।
যেমন : পততি > পড়ই > পড়ে

XII) বিমূর্ধন্যীভবন : যদি কোনো মূর্ধন্যধ্বনি মূর্ধন্য না থেকে দন্ত্যধ্বনি বা অন্য ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে বিমূর্ধন্যীভবন বলে। যেমন : প্রাণ > প্রান

XIII) তালব্যীভবন : দন্ত্য/অন্য ধ্বনি > তালব্যধ্বনি (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, শ, য, ই, ঈ)
সন্ধ্যা > সাঁঝ

XIV) উষ্মীভবন : স্পর্শধ্বনি > উষ্মধ্বনি
কালীপূজা > খালিফুজা (চট্টগ্রামের উপভাষায়)